اَلتَّخْوِيْفُ مِنَ النَّارِ وَالتَّعْرِيْفُ بِحَالِ دَارِ الْبَوَارِ গ্রন্থের অনুবাদ

জাহান্নামের ভয়াবহতা

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি رحمه الله

অনুবাদ : আবূ নুয়াইম শরীফ

মাকতাবাতুল বায়ান

সূচিপাতা

লেখকের কথা **১৩**

প্রথম অধ্যায় : যে ভয় সফলতার পথ দেখায় **১৮**

অন্তরে অন্তরে জেগে উঠুক জাহান্নামের ভয় ১৮

জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রার্থনা ২৫

জাহান্নামের শাস্তির ভয় থেকে কেউ রেহাই পাবে না ২৯

বন্দেগি যেন হয় আল্লাহর ভালোবাসায় ৩০

আল্লাহর ভয় সবার ওপরে ৩২

যে কথা হৃদয় বিগলিত করে ৩৩

ভাবনার পরিবর্তন ৩৪

পরিমাণমতো ভয় ৩৫

যে বাণী আঘাত করে হৃদয়ে ৩৬

জাহান্নামের ভয়ে ভীত অন্তর ৩৮

কুরআন শোনার প্রভাব ৪০

যে অন্তর জুড়ে থাকে জাহান্নামের চিন্তা ৪২

দুঃখ যখন ভুলিয়ে দেয় সুখ ৪৩

জাহান্নামের ভয়ে অস্থির মন ৪৪

জাহান্নামের ভয়ে বেহুঁশ ৪৫

ভয় যখন তাড়িয়ে বেড়ায় সব সময় ৪৫

জাহান্নামের বর্ণনা শুনে ভীত হয় হৃদয় ৪৬

জাহান্নামের ভয়ে কাঁদে যে চোখ ৪৬
দুনিয়ার আগুন জাহান্নামের নিদর্শন ৪৬
কামারের হাপর দেখে কাঁদে যে চোখ ৪৭
আগুন দেখেই অজ্ঞান ৪৮
আগুনে হাত দিয়ে তাপ অনুভব ৪৮
সূর্যের তাপ জাহান্নামের নিদর্শন ৪৯
জাহান্নামের ভয়ে রাতে জেগে থাকা ৪৯
জাহান্নামের ভয়ে দুনিয়া বর্জন ৫১
জাহান্নামের ভয়ে বিষণ্ন মন ৫২
জাহান্নামের ভয়ে অসুস্থ শরীর ৫৩
জাহান্নামের ভয়ে মৃত্যু ৫৫
জাহান্নামের ভয়াবহতা ৫৬
জাহান্নামের চিন্তায় ভারাক্রান্ত মন ৫৭
দুনিয়ার ভোগবিলাস বর্জন ৫৮
কবর যিয়ারত মৃত্যুর কথা স্মরণ করায় ৫৯
আল্লাহর ভয়ে চোখে পানি আনার উপায় ৫৯
জাহান্নামিদের চিত্র যখন চোখের সামনে ৬০
সমস্ত সৃষ্টির ভেতর জাহান্নামের ভয় ৬১
জাহান্নামের ভয়ে ফেরেশতাদের কান্না ৬৪
জিবরীল ﷺ-এর অন্তরে জাহান্নামের ভয় ৬৫
জাহান্নামের ভয়ে ফেরেশতাদের বিষণ্ন মন ৬৬
জাহান্নামের ভয়ে ফেরেশতাদের অস্থিরতা ৬৬
যে ভয় বিদীর্ণ করে হৃদয় ৬৬
পাথরের মধ্যে আল্লাহর ভয় ৬৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : এক ফোঁটা অশ্রুই হতে পারে মুক্তির কারণ ৬৮

জাহান্নামের ভয়ে পাহাড়ের কান্না ৬৮

আল্লাহর ভয়ে চাঁদের কান্না ৬৯
দুনিয়ার আগুন জাহান্নামের আগুনকে ভয় পায় ৬৯
আগুনের সাথে আগুনের পরিচয় ৬৯
কান্না : জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় ৭০
মুক্তি চাইলে মুক্তি মেলে ৭৩
জাহান্নাম থেকে মুক্তির আমল ৭৪

তৃতীয় অধ্যায় : জাহান্নামের ধরন ও শ্রেণিবিন্যাস ৭৭

জাহান্নামের অবস্থান ৭৭
উত্তাল সাগর ৭৯
সাগরের নিচে জাহান্নাম ৮১
একটি প্রশ্ন ও সমাধান ৮২
জাহান্নামের স্তর ৮৪
পাপ অনুযায়ী শাস্তি ৮৬
মুনাফিকদের শাস্তি ৮৬
জাহান্নামের ঘাঁটি ৮৭
আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﵄-এর স্বপ্ন ৮৭
জাহান্নামের গভীরতা ৮৮
কিয়ামাতের দিন বিচারকের অবস্থা ৯০
খারাপ কথার পরিণতি ৯১
জাহান্নামের দুই প্রান্তের দূরত্ব সম্পর্কে বিকৃত তথ্য ৯২
জাহান্নামের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৯৩
জাহান্নামের দরজা ৯৪
গোলাম আযাদ করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ ৯৭
হা মীম-যুক্ত সূরাগুলোর ফযীলত ৯৮
নামাজের ঘর নির্মাণ করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ ৯৮
বদ্ধ দরজার বন্দিশালা ৯৯

পাপী মুসলিমের জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ ১০১
জাহান্নামিদের প্রতি আল্লাহর ক্রোধ ১০২
আল্লাহর অবাধ্য বান্দাদের শাস্তি ১০২
আবদ্ধ জাহান্নাম ১০২
নবি ﷺ-এর সুপারিশ ১০৩
জাহান্নামের পরিধি ১০৪
জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা থাকবে ১০৫
প্রতিদিন দুপুরে খোলা হয় জাহান্নামের দরজা ১০৬
জাহান্নামের দরজা বন্ধ রাখা হয় রমাদান মাসে ১০৬

চতুর্থ অধ্যায় : জাহান্নামের উত্তাপ ও আগুন বৃত্তান্ত ১০৮

আগুনের প্রখরতা ১০৯
যে আগুনের কোনো আলো নেই ১১০
দুনিয়ার আগুনের সাথে জাহান্নামের আগুনের তুলনা ১১১
আগুনের উত্তাপ ও শীতলতা ১১২
জাহান্নামের শাস্তির নমুনা ১১৩
জাহান্নামের শীতলতা ১১৫
প্রজ্বলিত জাহান্নাম ১১৭
দ্বিপ্রহরে উত্তপ্ত জাহান্নাম ১১৭
জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয় যখন-তখন ১১৯
পাপের কারণে জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা ১১৯
জাহান্নামিরা জাহান্নামে ঢোকার পর আবার তা উত্তপ্ত করা হবে ১২০

পঞ্চম অধ্যায় : জাহান্নামের গর্জনধ্বনি ও লেলিহান অগ্নিশিখা ১২২

জাহান্নামের ফোঁসফোঁসানি ১২৪
জাহান্নামের তর্জন-গর্জন ১২৫
কান পাতলেই ভেসে আসে জাহান্নামের গর্জন ১২৬
জাহান্নামের ধোঁয়া ১২৮

জাহান্নামের স্ফুলিঙ্গ ১২৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : জাহান্নামের পাহাড়-নদী, কূপ-উপত্যকা ও অট্টালিকা ১৩১

জাহান্নামের নালা ১৩১

জাহান্নামের পাহাড় ১৩২

জাহান্নামের উপত্যকা ১৩৩

জাহান্নামের অট্টালিকা ১৩৪

জাহান্নামের নদ ১৩৫

জাহান্নামের কূপ ১৩৬

জাহান্নামের একটি উপত্যকা—জুব্বুল হুয্ন ১৩৭

জাহান্নামের একটি উপত্যকা—লামলাম ১৩৯

জাহান্নামের একটি কূপ—হাবহাব ১৩৯

জাহান্নামের একটি কারাগার—বূলুস ১৩৯

দায়িত্বে অবহেলার পরিণতি ১৪০

অগণিত উপত্যকা ১৪১

সপ্তম অধ্যায় : শাস্তির সরঞ্জাম ১৪৩

জাহান্নামের শেকল-বেড়ি ১৪৩

জাহান্নামিদের শেকলের ধরন ১৪৪

‘আগলাল’ সম্পর্কে কিছু কথা ১৪৫

‘আনকাল’ সম্পর্কে কিছু কথা ১৪৬

‘সালাসিল’ সম্পর্কে কিছু কথা ১৪৭

জাহান্নামের হাতুড়ি ১৫০

শেকলে-বাঁধা-দেহ ১৫১

অষ্টম অধ্যায় : অনুসারীদের নিয়ে জাহান্নামের পথে ১৫৩

জাহান্নামের পাথর ১৫৩

জাহান্নামের পাথরের আকৃতি ১৫৪

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ১৫৪

মূর্তি ও শয়তান প্রভুদের ঠিকানা জাহান্নাম ১৫৫
শয়তানের সাথে ঝগড়া ১৫৭
কাফিরের সঙ্গী হবে শয়তান ১৫৯
গন্ধক পাথর ১৬০
জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছু ১৬৩

নবম অধ্যায় : জাহান্নামের খাবার-পানীয় ও পোশাক-পরিচ্ছদ ১৬৫

যাক্কূম গাছ ১৬৫
খাওয়া-দাওয়া ১৭০
রক্ত-পুঁজ ১৭২
জাহান্নামিদের পানীয় ১৭৩
প্রথম প্রকারের পানীয় : حَمِيْم ‘উত্তপ্ত পানি’ ১৭৪
দ্বিতীয় প্রকারের পানীয় : غَسَّاق ‘পুঁজ’ ১৭৬
তৃতীয় প্রকারের পানীয় : اَلصَّدِيْدُ ‘পুঁজের বিষাক্ত রস’ ১৭৭
চতুর্থ প্রকারের পানীয় : اَلْمَاءُ الَّذِىْ كَالْمُهْلِ
‘গলিত ধাতুর মতো পানি’ ১৭৯
জাহান্নামের খাবারের কথা স্মরণ করে সালাফদের অবস্থা ১৮১
জাহান্নামবাসীর পোশাক ১৮৭
আলকাতরার পোশাক ১৯০
জাহান্নামিদের বিছানা ১৯১

দশম অধ্যায় : জাহান্নামিদের দেহ ও শাস্তির বর্ণনা ১৯৩

জাহান্নামিদের আকৃতি ১৯৩
জাহান্নামিদের চেহারা ১৯৭
জাহান্নামিদের গায়ের চামড়া ১৯৮
জাহান্নামিদের দেহ ও রং ১৯৯
জাহান্নামিদের বয়স ২০১
জাহান্নামিদের জিহ্বা ২০২

বীভৎস আকৃতি ২০২
জাহান্নামিদের শরীরের দুর্গন্ধ ২০৪
আগুনের শাস্তি ২০৪
শাস্তির মাত্রায় ভিন্নতা ২০৯
গলিত চামড়া ও নাড়িভুঁড়ি ২১৪
হৃদয় দহনকারী আগুন ২১৬
উপুড় করে আগুনে নিক্ষেপ ২১৮
পাহাড়ে ওঠা-নামার শাস্তি ২২০
নাড়িভুঁড়ি টেনে নেওয়ার শাস্তি ২২১
সংকীর্ণ স্থানের শাস্তি ২২২
সত্তর প্রকারের অসুখ ২২৪
অসহনীয় দুর্গন্ধ ২২৪
মৃত্যুহীন এক জীবন ২২৬
চিরস্থায়ী শাস্তির কারাগার ২২৭
জাহান্নামিদের সবচেয়ে বড় শাস্তি আল্লাহকে না দেখা ২৩০
খাবারের শাস্তি ২৩৩
জাহান্নামবাসীর আর্তনাদ ২৩৬

একাদশ অধ্যায় : জাহান্নামিদের কথোপকথন এবং জাহান্নামের কর্মী-বৃত্তান্ত ২৪০

জাহান্নাম থেকে মুক্তির আবদার ২৪০
মুক্তির আশা ভঙ্গ ২৪৮
জাহান্নাম থেকে গুনাহগার মুমিনদের মুক্তি ২৫১
জান্নাতি ও জাহান্নামিদের কথোপকথন ২৫৫
জাহান্নামের প্রহরী ২৬০
ভয়ংকর প্রহরী ২৬৪
প্রধান প্রহরী মালিক ২৬৫

জাহান্নামে নিয়োজিত ফেরেশতা ২৬৬
জাহান্নাম যখন সবার সামনে ২৬৭
জাহান্নামের আকৃতি ২৬৯

দ্বাদশ অধ্যায় : পুলসিরাত ও জাহান্নাম অতিক্রম ২৭২

উম্মাতের প্রতি দরদ ২৭৪
পুলসিরাতের ওপর মুমিনদের স্লোগান ২৭৭
পুলসিরাত কেবল মুমিনদের জন্য ২৭৮
আলো বণ্টন ২৮৩
পুলসিরাতের তিনটি ঘাঁটি ২৮৭
তিনটি বিষয়ের হিসাব ২৮৭
অপবাদের হিসাব ২৮৮
পুলসিরাতের ভয় ২৮৮
পুলসিরাতের দূরত্ব ২৮৯
জাহান্নাম অতিক্রম করবে সবাই ২৯১
জাহান্নামের মুখোমুখি ২৯৭
মুমিনদের ওপর আল্লাহর দয়া প্রদর্শন ২৯৯

ত্রয়োদশ অধ্যায় : জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় ৩০৫

আল্লাহর প্রতি সুধারণা ৩০৫
সর্বাধিক জাহান্নামির পরিসংখ্যান ৩০৭
নারী তুমি সতর্ক হও ৩১১
জাহান্নামিদের আলামত ও নিদর্শন ৩১৫
এক. কুফরি করা ৩১৫
দুই. অহংকার করা ৩১৬
জান্নাতিদের আলামত ও নিদর্শন ৩২২
সর্বপ্রথম জান্নাতি এবং সর্বপ্রথম জাহান্নামি ৩৩১

প্রথম অধ্যায়

যে ভয় সফলতার পথ দেখায়

অন্তরে অন্তরে জেগে উঠুক জাহান্নামের ভয়

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا قُوْٓا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦

"হে মুমিনরা, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদের রক্ষা করো সেই আগুন থেকে, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, কঠিন হৃদয়ের ফেরেশতারা—যারা আল্লাহর কোনো হুকুমের অবাধ্য হয় না; তাদের যা নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা সেটাই করে।"[১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ۝٢٤

"সুতরাং তোমরা ভয় করো সেই আগুনকে, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। তা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"[২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ۝١٣١

---

[১] সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৬।

[২] সূরা বাকারা, ২ : ২৪।

"এবং সেই আগুনকে ভয় করো, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"[৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ﴿١٤﴾

"অতএব আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিলাম এক প্রজ্বলিত আগুন সম্পর্কে।"[৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ۚ يَا عِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ﴿١٦﴾

"তাদের জন্য তাদের ওপরের দিকে থাকবে আগুনের মেঘ এবং তাদের নিচের দিকেও থাকবে অনুরূপ মেঘ। এটাই সেই জিনিস, যা দিয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। সুতরাং হে আমার বান্দারা, অন্তরে আমার ভয় রাখো।"[৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾ كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾
إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَّتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾

"এসব কথা তো মানবজাতির জন্য কেবল উপদেশবাণী। সাবধান! শপথ চাঁদের এবং রাতের, যখন তার অবসান ঘটে এবং ভোরের, যখন তা বিকশিত হতে থাকে। এটা বড় বড় বিষয়ের (আযাবের) অন্যতম, যা সমস্ত মানুষের জন্য ভীতিকর; যে অগ্রগামী হতে চায় বা পেছনে পড়ে থাকতে চায়—তাদের সবার জন্য।"[৬]

﴿نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ﴾ "তা মানুষের জন্য ভীতিকর"—এই আয়াতটি সম্পর্কে হাসান বাস্‌রি ﵀ বলেছেন, 'আল্লাহর শপথ! মানুষকে জাহান্নামের চেয়ে ভয়ানক আর কোনোকিছুর মাধ্যমে সতর্ক করা হয়নি।'[৭]

---

[৩] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৩১।
[৪] সূরা লাইল, ৯২ : ১৪।
[৫] সূরা যুমার, ৩৯ : ১৬।
[৬] সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৩১-৩৭।
[৭] তাবারি, তাফসীর, ২৩/৪৪৫।

﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ﴾ "এটা বড় বড় বিষয়ের (আযাবের) অন্যতম।"—এই আয়াতের ব্যাপারে কাতাদা ﵀ বলেছেন, 'এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাহান্নাম।'

সিমাক ইবনু হারব ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার নু'মান ইবনু বাশীর ﵁ জুমুআর খুতবায় বললেন, "আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ،

"আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করছি। শোনো, জাহান্নাম থেকে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি।"'

এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি দূরের বাজারেও থাকত, তবু এই কথাগুলো সে শুনতে পেত। আর এই পরিস্থিতিতে নবি ﷺ-এর চাদর কাঁধ থেকে নিচে তাঁর দুই পায়ের কাছে পড়ে যায়।'[৮]

আদি ইবনু হাতিম ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক মজলিসে রাসূল ﷺ বললেন, اِتَّقُوا النَّارَ "তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো।" এরপর তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর আবার বললেন, اِتَّقُوا النَّارَ "তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো।" তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং অস্বস্তি প্রকাশ করলেন। এরকম তিনবার করলেন তিনি। তখন আমাদের মনে হলো, যেন তিনি জাহান্নাম দেখছেন। এরপর বললেন, اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ "অর্ধেকটা খেজুর সদাকা করে হলেও তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো। কেউ সেটাও না পারলে সে যেন উত্তম কথা বলার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বাঁচে।"'[৯]

[৮] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৮৩৯৮।

[৯] বুখারি, ১৪১৩, ১৪১৭, ৭৫১২; মুসলিম, ১০১৬।

জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রার্থনা

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ ۖ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

"মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি আর রাত ও দিনের আবর্তন; এসবের মধ্যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য। যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে, (তারপর বলে ওঠে,) 'আমাদের রব, তুমি তো উদ্দেশ্যহীনভাবে এগুলো সৃষ্টি করোনি। জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের বাঁচাও। রব, আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জাহান্নামে ঢোকাবে, তাকে তো অপদস্থ করবে আর জালিমদের সাহায্য করারও কেউ থাকবে না।'"[১]

যারা জাহান্নামের শাস্তিকে ভয় করে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে, তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

"বলো, আমি কি তোমাদের এগুলোর চেয়ে অনেক উত্তম কিছুর সন্ধান দেবো? যারা আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে এমনসব বাগান—যার নিচ দিয়ে ছুটে চলছে ঝরনাধারা, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আরও রয়েছে পবিত্র স্ত্রী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। বান্দাদের (কর্মকাণ্ডের) ওপর আল্লাহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন। যারা বলে, 'হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দাও আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের বাঁচাও।'"[২]

---

[১] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৯০-১৯২।

[২] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৫-১৬।

আল্লাহর ভয় সবার ওপরে

এতক্ষণ আমরা জানলাম, অন্তরে আল্লাহর ভয় ও জান্নাত পাওয়ার আশা থাকার চেয়ে অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা থাকা বেশি উত্তম। এখন আমরা জানব, অন্তরে জাহান্নামের ভয় এবং জান্নাত পাওয়ার আশা—এ দুটোর মধ্যে কোনটা থাকা উত্তম।

অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম বলেছেন, 'দুটোই বরাবর। কোনোটিই বেশি থাকা উত্তম নয়।'

তবে ফুদাইল ইবনু ইয়াদ ও সুলাইমান দারানি ﵉ দ্বিমত পোষণ করেছেন। তারা বলেছেন, 'অন্তরে জান্নাতের আশা থাকার চেয়ে জাহান্নামের ভয় থাকা বেশি উত্তম।'

হুযাইফা মারআশি ﵀ বলেছেন, 'যে শুধু জাহান্নামের ভয়ে কিংবা শুধুমাত্র জান্নাত পাওয়ার আশায় আল্লাহর ইবাদাত করে, সে হলো নিকৃষ্ট বান্দা।' অর্থাৎ ইবাদাতের সময় আল্লাহর ভয়ও থাকতে হবে, আশাও থাকতে হবে। একটা থাকবে, আরেকটা থাকবে না; এমন হতে পারবে না।

আমল করার সময় শুধু সাওয়াবের প্রতি লক্ষ রাখা উচিত নয়। এ সম্পর্কে ওহাইব ইবনুল ওয়ার্‌দ ﵀ বলেছেন, 'তোমরা ওই শ্রমিকের মতো হয়ো না, যাকে বলা হয়, "অমুক অমুক কাজ করো", আর সে জবাবে বলে, "হ্যাঁ করব, যদি উত্তম পারিশ্রমিক দেন।"'

এই কথার দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো সেই ব্যক্তিকে তিরস্কার করা, যে আমল করার ক্ষেত্রে কেবল প্রতিদানের দিকেই দৃষ্টি রাখে। এক্ষেত্রে আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিদের দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকে—

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি : মহান আল্লাহ তাআলা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বান্দার ইবাদাত ও ভালোবাসা পাওয়ার হকদার একমাত্র তিনিই। সুতরাং তাঁর নৈকট্য অর্জন করার জন্য বান্দাকে তাঁর ইবাদাত করতে হবে। তিনি এর বিনিময়ে বান্দাকে সাওয়াব দেবেন নাকি শাস্তি দেবেন, তা লক্ষণীয় হবে না।

যেমন: জনৈক কবি বলেন,

هَبِ الْبَعْثَ لَمْ تَأْتِنَا رُسلُهُ *** وَجَاحِمَةُ النَّارِ لَمْ تُضْرِمِ

أَلَيْسَ مِنَ الْوَاجِبِ الْمُسْتَحَقِّ *** حَيَاءُ الْعِبَادِ مِنَ الْمُنْعِمِ

‘ধরুন, পরকালের কোনো বার্তা আসেনি আমাদের কাছে,
জ্বালানো হয়নি জাহান্নামের আগুন, দেবে না তা ঝলসে;
তার পরও কি অতি আবশ্যক হবে না আমাদের ওপর,
অনুগ্রহদাতাকে লজ্জা করব, তাঁর ইবাদাত করব জীবনভর?

এই কবিতাটি ইঙ্গিত দেয়—আল্লাহ তাআলা বান্দাকে যে নিয়ামাতসমূহ দান করেছেন, তা শুকরিয়া আদায় করাকে আবশ্যক করে এবং তাঁর প্রতি লজ্জাশীল হতে শেখায়। নবি ﷺ-ও এদিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। যখন সারারাত সালাত আদায় করতে করতে তাঁর পা মোবারক ফুলে যেত আর তাঁকে বলা হতো, ‘আপনি এত কষ্ট করে ইবাদাত করেন অথচ আল্লাহ তাআলা আপনার আগে-পরের সব গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন!’ তখন তিনি বলতেন,

أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا

“আমি কি মহান আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?”[১]

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি : সবচেয়ে বেশি ভয় ও আশার সম্পর্ক হবে আল্লাহ তাআলার সত্তার প্রতি; তাঁর সৃষ্ট জান্নাত কিংবা জাহান্নামের প্রতি নয়। সর্বোচ্চ ভয় হলো আল্লাহর দূরবর্তী হওয়া, তাঁর অসন্তুষ্টি লাভ এবং বান্দা ও তাঁর মাঝে পর্দা পড়ে যাওয়ার ভয়। এটি হলো আল্লাহর শত্রুদের জন্যে শাস্তি। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

كَلَّآ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيْمِ ﴿١٦﴾

“কক্ষনো নয়, বরং তারা সেদিন তাদের প্রতিপালক থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে। তারপর তারা প্রবেশ করবে জাহান্নামে।”[২]

যে কথা হৃদয় বিগলিত করে

যুন-নূন মিসরি ﷺ বলতেন, ‘আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ের সামনে জাহান্নামের ভয় হলো উত্তাল মহাসাগরের মধ্যে এক বিন্দু পানির মতো—যেমন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, দর্শন ও নৈকট্য লাভের আশাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় আশা। এই আশার সামনে জান্নাতের আশা প্রকৃতপক্ষে কোনো আশাই নয়। এগুলো সবই জান্নাতের নিয়ামাত। অনেকেই মনে করে, এগুলো জান্নাতের নিয়ামাত না। এটা ভুল ধারণা।’

[১] বুখারি, ১১৩০; মুসলিম, ২৮১৯।
[২] সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ : ১৫-১৬।

জাহান্নামের ভয়ে ভীত অন্তর

আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀ তাঁর রচিত কিতাবুয যুহুদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন—

একদিন আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ ﵀ ইয়াযীদ ইবনু মারসাদ ﵀-কে বললেন, 'আমি আপনার চোখ কখনো শুকনো দেখি না কেন?' তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, 'তা শুনে আপনার কী লাভ?' আবদুর রহমান ﵀ বললেন, 'আমাকে বলুন, আল্লাহ চাইলে এতে আমার লাভ হবে।' তিনি বললেন, 'প্রিয় ভাই, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি তাঁর নাফরমানি করলে তিনি আমাকে জাহান্নামে দেবেন। তিনি যদি শুধু এটুকু বলতেন, "আমার নাফরমানির কারণে তোমাকে জাহান্নামে নয়, হাম্মামে বন্দি করে রাখা হবে", তাহলেই আমার চোখ কখনো শুকনো থাকত না!' তারপর আবদুর রহমান ﵀ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'সালাতের মধ্যেও কি আপনার এমন অবস্থা হয়?' তিনি আগের মতোই উত্তর দেন, 'তা শুনে আপনার কী লাভ?' তিনি আদবের সাথে বললেন, 'আমাকে বলুন, আল্লাহ চাইলে এতে আমার অনেক উপকার হবে।' তখন ইয়াযীদ ইবনু মারসাদ ﵀ বললেন, 'আমার স্ত্রীর সাথে যখন আমি সময় কাটাই, তখন হঠাৎ করেই জাহান্নাম আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ফলে আমার চাহিদা অনুযায়ী অনেক কিছুই আমি করতে পারি না। খাওয়া-দাওয়ার সময় হঠাৎ আমার জাহান্নামের কথা মনে পড়ে, ফলে ঠিকমতো খেতে পারি না। আমার অবস্থা দেখে আমার স্ত্রী ও বাচ্চারা পর্যন্ত কাঁদে। তারা নিজেরাও জানে না, তারা কেন কাঁদছে। মাঝেমধ্যে আমার স্ত্রী অস্থির হয়ে বলে, "সাংসারিক জীবনে আপনার সাথে থাকা অনেক কষ্টের। একটু সময়ও আমি স্বস্তিতে থাকতে পারি না।"'[১]

ইয়াযীদ ইবনু হাওশাব ﵀ বলেছেন, 'হাসান বাস্‌রি ও উমর ইবনু আবদিল আযীয ﵀-এর মতো জাহান্নামের ভয়ে ভীত অন্য কাউকে আমি দেখিনি। তাঁদেরকে দেখে মনে হতো—জাহান্নাম যেন কেবল তাঁদের দুজনের জন্যই তৈরি করা হয়েছে।'[২]

হাফস ইবনু উমর ﵀ বলেছেন, 'একদিন দেখি হাসান বাস্‌রি ﵀ কাঁদছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "কীসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে?" উত্তরে তিনি বললেন, "আমার আশঙ্কা হচ্ছে, মৃত্যুর পর আমাকে বেপরোয়াভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"'[৩]

ফুরাত ইবনু সুলাইমান ﵀ থেকে বর্ণিত, হাসান বাস্‌রি ﵀ বলেছেন, 'বেশিরভাগ

[১] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/১৬৪।
[২] ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্‌ক, ৫৭/৩৭৭।
[৩] ইবনুল জাওযি, সিফাতুস সফওয়া, ২/১৩৮।

মুমিন-মুসলমান হলো সাদাসিধে মানুষ। মূর্খরা তাদের দেখে মনে করে, তারা দুর্বল। অথচ তারা সুস্থ-সবল, বিচক্ষণ ও তৎপর। জান্নাতে প্রবেশ করার পর তারা বলবে,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ

"সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের থেকে সমস্ত দুঃখ দূর করেছেন।"[৪]

জান্নাতে তাদের কোনো দুঃখ থাকবে না। কারণ দুনিয়াতে তারা অনেক দুঃখ সহ্য করেছে। তাদের সালাফগণ (পূর্বসূরিরা) দুনিয়াতে যেমন কষ্ট সহ্য করেছেন, তারাও অনুরূপ কষ্ট সহ্য করেছে। যেসব কষ্ট সাধারণ মানুষকে ব্যথিত করত, সেগুলো তাদেরকে ব্যথিত করতে পারত না, অথচ তারা জাহান্নামের ভয়ে কান্না করত এবং সব সময় দুশ্চিন্তায় থাকত।'

আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ﵀ বলেন, 'একদিন আমি আবদুল্লাহ ইবনু হানযালা ﵁-কে দেখতে যাই। অসুস্থতার কারণে তিনি বিছানায় শুয়েছিলেন। তাঁর পাশেই একজন এই আয়াতটি তিলাওয়াত করল,

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ

"তাদের জন্য বিছানাও হবে জাহান্নামের এবং ওপরের আচ্ছাদনও হবে জাহান্নামের।"[৫]

আয়াতটি শোনা মাত্রই আবদুল্লাহ ইবনু হানযালা ﵁ এমনভাবে কাঁদতে শুরু করেন, আমার ভয় হয়—না জানি তিনি এখনই মারা যাবেন। তিনি বললেন, "তারা আগুন দিয়ে পেঁচানো থাকবে।" একসময় তিনি দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তখন একজন বলল, "আবদুর রহমান, আপনি বসুন।" তিনি বললেন, "জাহান্নামের কথা মনে হয়ে গেছে। এখন আর বসতে পারব না। আমার জানা নেই, হয়তো আমিও তাদেরই একজন।"'[৬]

---

[৪] সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩৪।

[৫] সূরা আ'রাফ, ৭ : ৪১।

[৬] ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক, ২৭/৪২৬।

জাহান্নামের ভয়ে বেহুঁশ

সালাফে সালিহীনের মধ্যে অনেকেই কুরআন মাজীদে বর্ণিত জাহান্নামের কথা শুনে বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। একবার রাবিয়া আদাবিয়্যা ﵀ বেহুঁশ হয়ে পড়েন জাহান্নামের আয়াত শুনে। দীর্ঘক্ষণ পর তার জ্ঞান ফিরে আসে।

একদিন ওয়াহ্‌ব হাম্মাম ﵀ এক মজলিসে সূরা মুমিনের একটি আয়াত শোনেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِي النَّارِ

> "সেই সময়কে স্মরণ রাখো, যখন তারা জাহান্নামে একে অন্যের সাথে ঝগড়া করবে।"[১]

তিলাওয়াত শুনে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ মাথায় পানি ঢালার পর জ্ঞান ফিরে আসে তার।[২]

ভয় যখন তাড়িয়ে বেড়ায় সব সময়

এক মনীষী বাসর রাতেও জাহান্নামের ভয়ে ভীত ছিলেন। জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য সারারাত কাটিয়ে দিয়েছেন সালাতের মধ্যে। রাবিয়া আদাবিয়্যা ﵀-এর মেয়ে মাআযাহ আদাবিয়্যা ﵀-কে সিলাহ ইবনু আশয়াম ﵀-এর কাছে বিয়ে দেওয়া হয়। বাসর ঘরে যাওয়ার আগে গরম পানি দিয়ে হাত-মুখ ধোয়ানোর জন্য তার ভাতিজা তাকে নিয়ে যান গোসলখানায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার পর তাকে বাসর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গিয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে পড়েন তিনি। নববধূ মাআযাহ আদাবিয়্যা ﵀-ও তার মতো দাঁড়িয়ে যান সালাতে। এমন কাজের কারণে সকালে সিলাহ ইবনু আশয়াম ﵀-কে নিয়ে তার ভাতিজা বেশ আক্ষেপ করলে তিনি বলেন, 'রাতে তুমি আমাকে গরম পানি দিয়েছিলে। তখন আমার জাহান্নামের কথা মনে হয়েছে। তারপর তুমি আমাকে বাসর ঘরে নিয়ে এসেছ। এখানে আমার জান্নাতের কথা মনে হয়েছে। অতঃপর সকাল পর্যন্ত আমি জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়েই চিন্তিত ছিলাম।'[৩]

---

[১] সূরা গাফির, ৪০ : ৪৭।

[২] হিলইয়া, ৮/৩২৪।

[৩] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১২/২৬৭।

জাহান্নামের বর্ণনা শুনে ভীত হয় হৃদয়

ইমাম আওযায়ি ﵀-এর মুখে জাহান্নামের বিবরণ শুনে শ্রোতারা খুবই মর্মাহত হতো। আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ ﵀ তার বাবার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'ইমাম আওযায়ি ﵀ জাহান্নামের আলোচনা শুরু করলে থামতেন না। তিনি না থামা পর্যন্ত তাকে থামানোর মতো সাহস কারও ছিল না। মজলিস শেষে দেখা যেত, জাহান্নামের ভয়ে শ্রোতারা সবাই ভীত।'

জাহান্নামের ভয়ে কাঁদে যে চোখ

আমিনা বিনতু আবিল ওয়ারা' ﵀ জাহান্নামের ভয়ে সব সময় ভীত থাকতেন এবং বেশি বেশি ইবাদাত-বন্দেগিতে লিপ্ত থাকতেন। জাহান্নামের কথা মনে হলে তিনি বলতেন, 'তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, সেখানে পানাহার করবে এবং আগুনকে সাথে করেই জীবনযাপন করবে।' কথাগুলো বলার সময় প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়তেন তিনি। তখন তাকে দেখে মনে হতো, যেন তিনি গরম কড়াইয়ে ভাজতে থাকা একটি শস্যের দানা। তার যখন জাহান্নামের কথা মনে পড়তো—তিনি নিজেও কাঁদতেন, অন্যকেও কাঁদাতেন।

আবদুল ওয়াহিদ ইবনু যাইদ ﵀ এককালে ডাকাত ছিলেন। তিনি বলেন, 'একবার সমুদ্রের উপকূলে আমরা ছোট একটা দল থেকে লুটপাট করার জন্য তাদের ওপর আক্রমণ করি। আমাদের দেখেই বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় তারা। আমরা সেখানেই ছিলাম। সারারাত ধরে শুনি, জাহান্নাম থেকে মুক্তি চেয়ে কারা যেন খুব আর্তনাদ করছে। সকালে আমরা তাদের পিছু নিই কিন্তু তাদের মধ্যে কারও দেখা পাইনি। এমন দল আমি আর জীবনেও দেখিনি।'[৪]

কামারের হাপর দেখে কাঁদে যে চোখ

আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দা ছিলেন, যারা কামারের হাপর দেখে জাহান্নামের কথা মনে হওয়ার কারণে কাঁদতেন। ইবনু আবিয যুবাব ﵀ বলেন, 'তালহা ও যাইদ ﵀ কামারের হাপরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখতেন এবং কান্নায় ভেঙে পড়তেন।' রবী' ইবনু খাইসাম ﵀-ও এমন ছিলেন। আ'মাশ ﵀ বলেন,

[৪] ইবনু আবিদ দুন্‌ইয়া, আল-আউলিয়া, ৯২।

'একদিন রবী' ইবনু খাইসাম ﵀ কামারের হাপর এবং আগুন দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।'

পূর্বসূরি মনীষীদের অনেকেই জাহান্নামের কথা স্মরণ করার জন্য কামারের হাপর দেখে আসতেন। মাতার ওয়াররাক ﵀ বলেন, 'হুমামা ও হারাম ইবনু হাইয়্যান ﵀ প্রতিদিন সকালে কামারের হাপর দেখতে যেতেন। তারা দেখে আসতেন, কীভাবে হাপর দিয়ে বাতাস দেওয়ার মাধ্যমে আগুন প্রজ্বলিত করা হয়? এগুলো দেখে তারা চোখের পানি ফেলতেন। আর জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।'

বাশীর ইবনু কা'ব ﵀ এবং বসরা শহরের ক্বারীগণও কামারদের কাছে যেতেন। হাপরের লেলিহান আগুনের শিখা দেখে তারা মহান আল্লাহ তাআলার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

আগুনে হাত দিয়ে তাপ অনুভব

হাসান বাস্‌রি ﵀ বলেন, 'উমর ﵁-কে অনেক সময় দেখা যেত—আগুনের একেবারে কাছে হাত নিয়ে নিজেই নিজেকে বলছেন, "উমর, এমন আগুন বরদাশত করতে পারবে?"'[৫]

আহনাফ ইবনু কাইস ﵀ আগুনে হাত দিয়ে নিজেই নিজেকে বলতেন, 'এবার তাপ অনুভব করো। এ কাজ কেন করেছিলে? এমন কাজ আরও করবে?'[৬]

বাখতারি ইবনু হারিসা ﵀ বলেন, 'একবার আমি এক ইবাদাতকারীর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসি। এসে দেখি—তিনি আগুনে হাত রেখেছেন আর একটি কাজের কারণে নিজেকে ভর্ৎসনা করছেন। তিনি এভাবেই আগুনে হাত রেখে নিজের কৃতকর্মের কারণে নিজেকে ভর্ৎসনা করতে থাকেন। অবশেষে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।'[৭]

---

[৫] ইবনুল জাওযি, মানাকিবু আমীরিল মুমিনীন উমর ইবনিল খাত্তাব, ১৫৯।

[৬] ইবনু আবিদ দুন্‌ইয়া, মুহাসাবাতুন নফস, ১৩।

[৭] ইবনু আবিদ দুন্‌ইয়া, মুহাসাবাতুন নফস, ৭৭।

জাহান্নামের ভয়ে বিষণ্ন মন

অনেক মনীষী ছিলেন, যারা কখনো হাসতেন না। জাহান্নামের ভয়ে তটস্থ থাকতেন সব সময়। ইসমাঈল সুদ্দি ﵀ বলেন, 'সাঈদ ইবনু যুবাইর ﵁-কে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ জিজ্ঞেস করেন, "আমি শুনেছি, আপনি নাকি কখনো হাসেন না?" তিনি উত্তর দেন, "আমি কীভাবে হাসব অথচ জাহান্নাম প্রজ্বলিত করা হয়েছে, গলার বেড়ি তৈরি করা হয়েছে, আর জাহান্নামের প্রহরীদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।"'

উসমান ইবনু আবদিল হামীদ ﵀ বলেছেন, 'গাযওয়ান ﵀-এর এক প্রতিবেশীর ঘরে একবার আগুন লাগলে তিনি গিয়ে তা নেভানোর চেষ্টা করতে থাকেন। হঠাৎ আগুনের তাপ লাগে তার হাতে। এরপর থেকে তিনি বলতেন, "সেদিনকার আগুনের তাপ লাগার পর থেকে আমি কখনো হাসিনি। আল্লাহ তাআলা আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন কি না, তা না জানা পর্যন্ত আমি কখনো হাসব না।"'

আল্লাহর প্রিয় বান্দা হুমামা দাওসি, খিরাশ ﵀-এর দুই পুত্র রবী' ও রিবঈ, আসলাম ইজলি এবং ওহাইব ইবনুল ওয়ার্দ ﵀-এর মতো আরও অনেক মনীষী কখনো হাসতেন না। কারণ তারা আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—মৃত্যুর পর জান্নাতি হবেন নাকি জাহান্নামি; তা না জানা পর্যন্ত হাসবেন না।

আনাস ﵁ বলেছেন, 'মি'রাজের রাতে জিবরীল ﵇-এর সাথে যাওয়ার সময় নবি কারীম ﷺ হঠাৎ একটি শব্দ শুনতে পান। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "এটা কীসের আওয়াজ?" জিবরীল ﵇ উত্তর দেন, "আল্লাহ জাহান্নামের ওপর থেকে এর তলদেশে একটি পাথর ছেড়ে দিয়েছিলেন। সত্তর বছর পর সেটি গিয়ে নিচে পড়ল।" এরপর থেকে রাসূল ﷺ কখনো অট্টহাসি হাসেননি, প্রয়োজনে মুচকি হেসেছেন শুধু।'[১]

আবূ সাঈদ খুদরি ﵁ থেকে অনুরূপ আরও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে উল্লেখ আছে, 'এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রাসূল ﷺ কখনো জোরে হাসেননি।'

[১] ইবনু আবিদ দুন্ইয়া, সিফাতুন নার, ১৫।

জাহান্নামিদের চিত্র যখন চোখের সামনে

মালিক ইবনু দীনার ﵀-এর শাগরেদ আবূ সুলাইমান দারানি ﵀ বলেছেন, 'এক রাতে আমরা মালিক ইবনু দীনার ﵀-এর সাথে ছিলাম। আমাদেরকে ঘরে রেখে হঠাৎ তিনি উঠোনে চলে গেলেন। এরপর ফজর পর্যন্ত তিনি আর ঘরে আসেননি। পরে একদিন তিনি আমাদেরকে বলেন, "ওই রাতে আমি ঘরের মধ্যে থাকার সময় আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে জাহান্নামিদের শেকল ও বেড়ি পড়া অবস্থা। ফজর পর্যন্ত এমনই চলছিল।"'

সাঈদ জারমি ﵀ বলেছেন, 'আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দা আছেন, যারা জাহান্নামের কোনো আয়াত শুনলে ভয় পান; যেন তাদের কানে বেজে উঠে জাহান্নামের আগুনের ভয়ানক শব্দ। আর আখিরাতের দৃশ্যগুলো যেন তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।'

হাসান বাস্‌রি ﵀ বলেছেন, 'আল্লাহর অনেক বান্দা আছেন, যারা দুনিয়াতে থেকেই জান্নাতিদের জান্নাতের নিয়ামাত ভোগ করতে দেখেন। আর জাহান্নামিদের দেখেন—তারা কীভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমি হলফ করে বলতে পারি—কেউ দুনিয়াতে সুখ-শান্তিতে থাকার পর যদি হঠাৎ বিপদাপদ তাকে ঘিরে ধরে, তাহলে সে বুঝতে পারবে জাহান্নামের শাস্তি কেমন হবে। মুনাফিকের সামনে জাহান্নাম থাকলেও সে তা বিশ্বাস করবে না, যতক্ষণ না সে সেখানে প্রবেশ করে!'

ওয়াহ্‌ব ইবনু মুনাব্বিহ ﵀ বলেন, 'বনী ইসরাঈলের এক ইবাদাতকারীর গায়ের রং কালো হয়ে গিয়েছিল সূর্যের প্রখর রোদে ইবাদাত করতে করতে। একদিন এক লোক তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় মন্তব্য করল, "লোকটির শরীর বোধহয় আগুনে জ্বলে গিয়েছে।" তিনি বললেন, "এটি তো হয়েছে কেবল তার (জাহান্নামের আগুনের) কথা চিন্তা করেই! সুতরাং যখন তা সরাসরি দেখা হবে, তখন অবস্থা কেমন হবে!'"

সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা ﵀ বলেন, 'ইবরাহীম তাইমি ﵀ বলেছেন, "একবার আমার খেয়াল হয়, আমি জান্নাতের ফলমূল খাচ্ছি এবং সেখানকার হুরদের সাথে সময় কাটাচ্ছি। পরক্ষণেই আমার খেয়াল হয়, আমি জাহান্নামের যাক্কুম ফল খাচ্ছি এবং সেখানকার পুঁজ পান করছি। আর আমি সেখানে বেড়ি ও শেকলে আবদ্ধ আছি। তারপর নিজেকে জিজ্ঞেস করি, 'এখন তুমি কোনটা চাও?' আমার মন বলে, 'আমি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে এসে নেক কাজ করতে চাই।' আমি বলি, 'তুমি তো এখন এখানেই আছ, সুতরাং আমল করতে থাকো।'"[১]

[১] ইবনুল জাওযি, সিফাতুস সফওয়া, ২/৫২।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এক ফোঁটা অশ্রুই হতে পারে মুক্তির কারণ

জাহান্নামের ভয়ে পাহাড়ের কান্না

ফাদ্‌ল ইবনু আব্বাস ﵁ একজন খাঁটি আল্লাহওয়ালা ছিলেন; তাসাওউফের ভাষায় যাকে বলে 'আবদাল।' তিনি দৈনিক রোযা রেখে ইফতার করতেন একটি রুটি দিয়ে। আল্লাহর ভয়ে বেশি কাঁদার কারণে তার দুই গালে দুটো রেখা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, 'ঈসা ﵇ একবার একটি পাহাড় অতিক্রম করেন। পাহাড়ের দুইপাশে দুটি প্রবাহিত নদী ছিল। একটি ডানপাশে, একটি বামপাশে। তিনি জানতেন না—এ দুটি কোথা থেকে আসছে আর কোথায়ই বা যাচ্ছে! তাই তিনি পাহাড়কে জিজ্ঞেস করলেন, "পাহাড়, এ দুটি কোথা থেকে আসছে আর কোথায় যাচ্ছে?" পাহাড় বলল, "যেটা আমার ডানদিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, সেটা হলো আমার ডানচোখের অশ্রু। আর যেটা আমার বামদিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে, সেটা হলো আমার বামচোখের অশ্রু।" ঈসা ﵇ জিজ্ঞেস করলেন, "কেন এই অবস্থা?" পাহাড় বলল, "আমার রবের ভয়ে যে, তিনি আমাকে জাহান্নামের জ্বালানি বানাবেন!"

তখন তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর কাছে দুআ করছি, তিনি যেন তোমাকে আমায় দিয়ে দেন।" এরপর তিনি দুআ করলেন, ফলে তা তাঁকে দেওয়া হলো। ঈসা ﵇ বললেন, "তোমাকে আমায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে!"' বর্ণনাকারী বলেন, 'তারপরই পাহাড় থেকে প্রবলবেগে পানি এসে ঈসা ﵇-কে ভাসিয়ে নেওয়ার উপক্রম হয়।

তখন তিনি বললেন, "আল্লাহর ইজ্জতের কসম! তুমি শান্ত হও।" পাহাড় শান্ত হলে ঈসা ﷺ বলেন, "আমি আমার রবের কাছ থেকে তোমাকে চাইলাম আর তিনি তোমাকে আমায় দিয়ে দিলেন; তারপরও এটা কী?" পাহাড় বলল, "প্রথম কান্না ছিল ভয়ের কান্না, আর দ্বিতীয় এই কান্না হলো শুকরিয়া আদায়ের কান্না!"'[১]

আল্লাহর ভয়ে চাঁদের কান্না

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর ভয়ে চাঁদও কাঁদে।'[২]

তাঊস ﷺ বলেছেন, 'চাঁদের কোনো গুনাহ নেই। কোনো আমলের হিসাব তাকে দিতে হবে না। ভালো-মন্দ প্রতিদানও সে পাবে না। তবুও চাঁদ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে।'

দুনিয়ার আগুন জাহান্নামের আগুনকে ভয় পায়

দুনিয়ার আগুনও জাহান্নামের আগুনকে ভয় পায়। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ نَارَكُمْ هٰذِهِ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِّنْ نَّارِ جَهَنَّمَ وَلَوْلاَ أَنَّهَا أُطْفِئَتْ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ مَا انْتَفَعْتُمْ بِهَا وَإِنَّهَا لَتَدْعُو اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَّا يُعِيْدَهَا فِيْهَا

"তোমাদের দুনিয়ার আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ (উত্তাপের দিক থেকে)। তারপরেও যদি সেই আগুনকে দুইবার পানি দিয়ে ঠান্ডা করা না হতো, তবে তোমরা দুনিয়াতে এর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারতে না। দুনিয়ার আগুন আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করে, যেন আবার তাকে জাহান্নামে ফেরত না নেওয়া হয়।"'[৩]

[১] ইবনু আবিদ দুন্‌ইয়া, সিফাতুন নার, ২৩৩।
[২] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ৩৫৫৩৪।
[৩] ইবনু মাজাহ, ৪৩১৮।

তৃতীয় অধ্যায়

জাহান্নামের ধরন ও শ্রেণিবিন্যাস

জাহান্নামের অবস্থান

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄ বলেছেন, 'জান্নাত রয়েছে সপ্তম আসমানে। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে যেখানে ইচ্ছা, সেখানে রাখবেন। আর জাহান্নাম রয়েছে সপ্তম জমিনে।'[১]

মুজাহিদ ﵀ বলেন, 'আমি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄-কে জিজ্ঞেস করলাম, "জান্নাত কোথায় অবস্থিত?" তিনি উত্তর দিলেন, "জান্নাত সাত আসমানের ওপরে।" তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "জাহান্নাম কোথায় অবস্থিত?" তিনি বললেন, "সাত তবক (স্তর) জমিনের নিচে।"'

জাহান্নামের অবস্থান সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﵁-এর একটি বর্ণনা ইমাম বাইহাকি ﵀ উল্লেখ করেছেন। তবে হাদীসের সনদটি দঈফ। ইবনু মাসঊদ ﵁ বলেছেন, 'জান্নাত সপ্তম আসমানের ওপর অবস্থিত, আর জাহান্নাম অবস্থিত সাত স্তর জমিনের নিচে।' এরপর তিনি এই আয়াত দুটি তিলাওয়াত করেন,

إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾

"নিশ্চয়ই পূণ্যবানদের আমলনামা থাকে ইল্লিয়্যীনে।"[২]

---

[১] আবূ নুআইম, সিফাতুল জান্নাহ, ১৩২।

[২] সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ : ১৮।

আর জাহান্নাম অবস্থিত জমিনের নিচে। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কবরের জীবনে জাহান্নামিদের সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামে উপস্থিত করা হবে। আবার অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না। সুতরাং বুঝা যায়, জাহান্নাম জমিনের নিচে অবস্থিত।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝٧

"নিশ্চয়ই পাপিষ্ঠদের আমলনামা আছে সিজ্জীনে।"[৩]

বারা ইবনু আযিব ﵁ থেকে বর্ণিত, কাফিরদের মৃত্যুর পর তাদের রূহ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে নবি ﷺ বলেছেন, "কাফির লোকের মৃত্যুর পর তার রূহ নিয়ে ফেরেশতারা প্রথম আসমানের দিকে রওনা হন। তারা আসমানের দরজা খুলতে বলেন; কিন্তু তাদের জন্য দরজা খোলা হয় না।"

তারপর রাসূল ﷺ তিলাওয়াত করেন,

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ

"তাদের জন্য আকাশের দরজাগুলো খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে।"[৪]

উত্তাল সাগর

ইয়া'লা ইবনু উমাইয়্যা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন,

اَلْبَحْرُ هُوَ جَهَنَّمُ

"সাগরই হচ্ছে জাহান্নাম।"'

ইয়া'লা ﵁ বলেন, 'তোমরা কি লক্ষ করোনি—আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ

"এমন আগুন, যার শিখাগুলো তাদেরকে ঘিরে রাখবে।"[৫]

---

[৩] সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ : ৭।

[৪] সূরা আ'রাফ, ৭ : ৪০।

[৫] সূরা কাহফ, ১৮ : ২৯।

তারপর ইয়া'লা ﷺ বলেন, 'সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে ইয়া'লার প্রাণ! নিশ্চয়ই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি কখনো সাগরে নামব না। আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ অবধি সাগরের এক ফোঁটা পানিও আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।'[৬]

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—কিয়ামাতের দিন সমস্ত সাগরকে উত্তাল করে তোলা হবে। তারপর তাতে আগুন জ্বালানো হবে। ফলে তা হয়ে উঠবে এক টুকরো জাহান্নাম, যা জাহান্নামের আগুনকে বাড়িয়ে দেবে আরও কয়েকগুণ।

অনেক মুফাসসির নিম্নোক্ত আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করেছেন,

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦

"এবং যখন সাগরগুলোকে উত্তাল করে তোলা হবে।"[৭]

ইবনু আব্বাস ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'উত্তাল সাগরগুলো একসময় আগুনে পরিণত হবে।'

এই আয়াতের আরও একটি ব্যাখ্যা মুজাহিদ ﷺ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তা হলো—কিয়ামাতের দিন চাঁদ, সূর্য ও নক্ষত্রগুলোকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর আল্লাহ তাতে তীব্র গতিতে বাতাস প্রবাহিত করবেন। ফলে উত্তাল সমুদ্র আগুনে পরিণত হবে।[৮]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۝٤٩

"নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদেরকে ঘিরে রাখবেই।"[৯]

জাহান্নাম কাফিরদেরকে ঘিরে রাখার ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, 'চাঁদ, সূর্য ও নক্ষত্রগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে সমুদ্র পরিণত হবে জাহান্নামে। আর এই সমুদ্রই তাদেরকে ঘিরে রাখবে।'

---

[৬] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৭৯৬০।
[৭] সূরা তাকবীর, ৮১ : ৬।
[৮] তাবারি, তাফসীর, ২৪/১৩৮।
[৯] সূরা তাওবা, ৯ : ৪৯।

চতুর্থ অধ্যায়

জাহান্নামের উত্তাপ ও আগুন-বৃত্তান্ত

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন,

أُوْقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّتْ، ثُمَّ أُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ، ثُمَّ أُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ

"জাহান্নামের আগুন এক হাজার বছর উত্তপ্ত করার পর তা লাল রং ধারণ করেছে। আবার এক হাজার বছর উত্তপ্ত করার পর তা ধারণ করেছে সাদা রং। এরপর এক হাজার বছর ধরে উত্তপ্ত করার পর তা কালো রঙের হয়ে গেছে। আর এখন তা গভীর অন্ধকার রাতের মতো ঘোর কালো রং ধারণ করেছে।"'[১]

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে আরেকটি বর্ণনা এসেছে, 'নবি ﷺ বলেছেন,

أَتَرَوْنَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هٰذِهِ؟! لَهِيَ أَشَدُّ سَوَادًا مِّنَ الْقَارِ

"তোমরা কি জাহান্নামের আগুনকে তোমাদের এই আগুনের মতো লাল মনে করেছ? নিশ্চয়ই জাহান্নামের আগুন আলকাতরার চেয়েও কালো হবে।"'[২]

---

[১] তিরমিযি, ২৫৯৪, ইবনু মাজাহ, ৪৩২০। এই হাদীসটি আবূ হুরায়রা ﵁ মারফূ হিসেবে অর্থাৎ, নবি ﷺ-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন। তবে অনুরূপ আরেকটি হাদীস আবূ হুরায়রা ﵁ মাওকূফ হিসেবে অর্থাৎ, তিনি নিজের ভাষাতেই তা উল্লেখ করেছেন। উলামায়ে কেরাম বলেছেন, আবূ হুরায়রা ﵁-এর মাওকূফ বর্ণনাটিই বেশি সহীহ।

[২] মুনযিরি, আত-তারগীর ওয়াত তারহীব, ৪/৪৬৪।

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে অন্য রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন,

لَهِيَ أَشَدُّ سَوَادًا مِّنْ دُخَانِ نَارِكُمْ سَبْعِيْنَ ضِعْفًا

"জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের ধোঁয়ার চেয়ে সত্তর গুণ বেশি তীব্র ও কালো।"'[৩]

আগুনের প্রখরতা

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ نَارَ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا مِّنْ نَّارِكُمْ هٰذِهِ بِتِسْعَةٍ وَّتِسْعِيْنَ جُزْءًا، وَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، لَا ضَوْءَ لَهَا، لَهِيَ أَشَدُّ سَوَادًا مِّنَ الْقَطِرَانِ

"জাহান্নামের আগুন তোমাদের এই দুনিয়ার আগুনের চেয়ে নিরানব্বই গুণ বেশি উত্তপ্ত। সেই আগুন হবে ঘোর অন্ধকার, তার কোনো আলো থাকবে না। তা হবে আলকাতরার চেয়েও তীব্র কালো।"'

আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ একবার তিলাওয়াত করলেন,

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"হে মুমিনরা, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদের রক্ষা করো সেই আগুন থেকে, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।"[৪]

তিলাওয়াত করার পর তিনি বললেন,

أُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ، ثُمَّ أُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى احْمَرَّتْ، ثُمَّ أُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ، فَهِيَ سَوْدَاءُ لَا يُضِيْءُ لَهَبُهَا

"জাহান্নামের আগুন এক হাজার বছর ধরে জ্বালানোর পর তা সাদা রং ধারণ করেছে। আবার এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা ধারণ করেছে লাল রং।

---

[৩] তাবারানি, আওসাত, ৪৮৫। এই বর্ণনাটির ব্যাপারে দারাকুতনি ﵀ বলেছেন, 'আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে মাওকূফ হিসেবে বর্ণনাটি বেশি সহীহ।'

[৪] সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৬।

আবার এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা কালো রং ধারণ করেছে। আর এখন তা ঘোর কালো বর্ণের হয়ে আছে। তার কোনো আলো নেই।”’[৫]

আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, দুনিয়ার আগুনকে জাহান্নামের আগুনের সাথে তুলনা করে রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّهَا لَجُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِّنْ نَّارِ جَهَنَّمَ، وَمَا وَصَلَتْ إِلَيْكُمْ حَتّٰى - قَالَ: أَحْسِبُهُ نُضِحَتْ لَمَرَّتَيْنِ بِالْمَاءِ، لِتُضِيْءَ لَكُمْ، وَنَارُ جَهَنَّمَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ

“এটি হলো জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। তোমাদের কাছে তা পৌঁছেনি (বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন,) যতক্ষণ না দুইবার পানি ছিটিয়ে তার উত্তাপ কমানো হয়েছে; যাতে তা তোমাদের জন্য আলো দিতে পারে। এখন জাহান্নামের আগুন অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো।”[৬]

যে আগুনের কোনো আলো নেই

তিন হাজার বছর ধরে জ্বলার পর জাহান্নামের আগুন কালো রং ধারণ করেছে। এখন তা ঘোর কালো। আগুন হওয়া সত্ত্বেও তার কোনো আলো নেই।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾

“এবং যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে।”[৭]

এই আয়াতের তাফসীরে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄ বলেছেন, ‘এক হাজার বছর ধরে জ্বলার পর জাহান্নামের আগুন সাদা রং ধারণ করেছে। আরও এক হাজার বছর ধরে জ্বলার পর তা ধারণ করেছে লাল রং। তারপর আরও এক হাজার বছর ধরে জ্বলার পর তা কালো রং ধারণ করেছে। এখন তা ঘোর কালো, অন্ধকারাচ্ছন্ন।’[৮]

[৫] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭৭৮।
[৬] বাযযার, আল-মুসনাদ, ৬৪৯৭; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/৩৮৮।
[৭] সূরা তাকবীর, ৮১ : ১২।
[৮] ইবনু আবিদ দুনইয়া, সিফাতুন নার, ২৪।

পঞ্চম অধ্যায়

জাহান্নামের গর্জনধ্বনি ও লেলিহান অগ্নিশিখা

জাহান্নামিদের দূর থেকে দেখেই জাহান্নাম গর্জন করবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿١١﴾ إِذَا رَأَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ﴿١٢﴾

"প্রকৃত ব্যাপার হলো—তারা কিয়ামাতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। আর যে-কেউ কিয়ামাতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, আমি তার জন্য প্রজ্জ্বলিত আগুন তৈরি করে রেখেছি। তা যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও ফোঁস ফোঁস আওয়াজ।"[১]

আল্লাহর নাফরমান বান্দারা দূর থেকেই জাহান্নামের তর্জন-গর্জন শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা জাহান্নামের মৃদু আওয়াজও শুনতে পাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى أُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۖ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُوْنَ ﴿١٠٢﴾

---

[১] সূরা ফুরকান, ২৫ : ১১-১২।

"অবশ্য যাদের জন্য আগে থেকেই আমার পক্ষ হতে কল্যাণ লেখা হয়েছে, (অর্থাৎ যারা নেককার ও মুমিন) তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। তারা এর মৃদু শব্দও শুনতে পাবে না। তাদের মনের অভিলাষের জগতে তারা চিরকাল থাকবে।"[২]

আল্লাহর অবাধ্য বান্দারা জাহান্নামের খাবারে পরিণত হবে। তাদের পাওয়ার জন্য জাহান্নাম গর্জন করতে থাকবে এবং রাগে ফেটে পড়বে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٦ إِذَآ أُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۝٧ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ

"যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি। তা অতি নিকৃষ্ট ঠিকানা। যখন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে, তারা এর গর্জন শুনতে পাবে আর তা টগবগ করে ফুটতে থাকবে। মনে হবে যেন তা ক্রোধে ফেটে পড়ছে!"[৩]

গাধার আওয়াজের মতো বিকট শব্দ করে জাহান্নাম গর্জন করবে। পানি যেমন টগবগ করে আগুনে ফোটানো হয়, জাহান্নামিদেরও তেমনি আগুনে ফোটানো হবে।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, 'ক্রোধের দরুন জাহান্নামের এক অংশ অন্য অংশ থেকে আলাদা হয়ে যেতে চাইবে।'

ইবনু যাইদ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর অবাধ্য বান্দাদের দেখে জাহান্নাম রাগে ফেটে পড়বে। যেন তার এক অংশ অন্য অংশ থেকে পৃথক হতে চাইবে।'

এক সাহাবি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল ﷺ বলেছেন, "আমি যা বলিনি, তা বলার মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে যে মিথ্যাচার করবে; জাহান্নামের দুই চোখের অভ্যন্তরে তার ঠিকানা হোক।" সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, জাহান্নামের দুটি চোখ আছে?" তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِذَا رَأَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ۝١٢

"তা যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও ফোঁস ফোঁস আওয়াজ।"'[৪]

---

[২] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ১০১-১০২।

[৩] সূরা মূলক, ৬৭ : ৬-৮।

[৪] সূরা ফুরকান, ২৫ : ১২।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর অবাধ্য বান্দাকে যখন জাহান্নামের দিকে নেওয়া হবে, তখন সে জাহান্নামের ফোঁসফোঁসানি শুনবে। তাকে দেখে জাহান্নাম এমন গর্জন করবে, যার ফলে সবাই ভয় পাবে।'

কা'ব ﷺ বলেছেন, 'মানুষ ও জিনজাতি ছাড়া আল্লাহর সকল সৃষ্টি সকাল-বিকাল জাহান্নামের গর্জন শুনতে পায়। মানুষ ও জিনজাতিরই রয়েছে হিসাব এবং শাস্তি।'

মুগীস ইবনু সুমাই ﷺ বলেছেন, 'সকাল-সন্ধ্যা দুবার জাহান্নাম তর্জন-গর্জন করে। মানুষ ও জিনজাতি—যাদের হিসাব ও শাস্তি রয়েছে, তারা ছাড়া আল্লাহর সকল সৃষ্টি তা শুনতে পায়।'

দাহ্হাক ﷺ বলেছেন, 'কিয়ামাতের দিন জাহান্নাম এমন ভয়ংকর গর্জন করবে, যার ফলে আল্লাহর প্রত্যেক নিকটবর্তী ফেরেশতা এবং নবি-রাসূলগণ সাজদায় পড়ে দুআ করবে, "হে আল্লাহ, আমাকে রক্ষা করুন।"'

উবাইদ ইবনু উমাইর ﷺ বলেছেন, 'কিয়ামাতের দিন জাহান্নামের গর্জন শুনে ফেরেশতা ও নবি-রাসূলগণের পা কাঁপতে থাকবে। তারা বলবেন, "হে আমার রব, আমাকে রক্ষা করুন।"'

দাহ্হাক ﷺ আরও বলেছেন, 'কিয়ামাতের দিন ভয়ংকর আকৃতির এক ফেরেশতার আবির্ভাব হবে। তার বাম পাশে থাকবে জাহান্নাম। সবাই তার ফোঁসফোঁসানি ও তর্জন-গর্জন শুনতে পাবে। ফলে সবাই আল্লাহকে ডাকতে থাকবে।'

জাহান্নামের ফোঁসফোঁসানি

ওয়াহ্ব ইবনু মুনাব্বিহ ﷺ বলেছেন, 'কিয়ামাতের দিন পাহাড়গুলোকে স্থানচ্যুত করা হবে। তখন পাহাড়গুলোও জাহান্নামের বিকট গর্জনধ্বনি শুনবে। এমন ভয়াবহ অবস্থায় পাহাড়ের মতো শক্তিশালী বস্তুও নারীদের মতো চিৎকার দিয়ে উঠবে। ভয়ে পাহাড়গুলো তার এক অংশকে অন্য অংশ দিয়ে ধ্বংস করে দিতে চাইবে।'[৫]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, 'কিয়ামাতের দিন জাহান্নামের বিকট গর্জনধ্বনি শুনে আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতা এবং প্রত্যেক নবি-রাসূল এর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়বেন। ভয়ে তাঁদের হিতাহিত জ্ঞান থাকবে না।

[৫] আহমাদ, আয-যুহ্দ, ২১৮৯।

সপ্তম অধ্যায়

শাস্তির সরঞ্জাম

জাহান্নামের শেকল-বেড়ি

জাহান্নামিরা বাঁধা থাকবে শেকল দিয়ে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَّسَعِيْرًا ۝

"আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি শেকল, গলার বেড়ি ও প্রজ্জ্বলিত আগুন।"[১]

তাদের গলায় পরানো হবে লোহার বেড়ি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِيْٓ أَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

"আমি কাফিরদের গলায় বেড়ি পরাব।"[২]

তাদের শাস্তি হবে অনেক ভয়াবহ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِذِ الْأَغْلَالُ فِيْٓ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُوْنَ ۝ فِي الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ۝

---

[১] সূরা ইনসান, ৭৬ : ৪।

[২] সূরা সাবা, ৩৪ : ৩৩।

"স্মরণ করুন, যখন তাদের গলায় থাকবে বেড়ি ও শেকল; তাদেরকে গরম পানিতে হেঁচড়ানো হবে, তারপর আগুনে দগ্ধ করা হবে।"[৩]

তবে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে এই আয়াতের আরেকটা কিরাআত বর্ণিত আছে। তা হলো,

وَالسَّلَاسِلَ يَسْحَبُوْنَ

"তারা নিজেরা শেকলগুলো হেঁচড়ে নেবে।"

এটি আরও মারাত্মক শাস্তি।

কিয়ামাতের দিন পাপী মানুষগুলোর দুর্দশার শেষ থাকবে না। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দেবেন,

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۝٣٠ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۝٣١ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ

"(ফেরেশতাদের বলা হবে,) 'ধরো ওকে, ওর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। তারপর জাহান্নামে ছুড়ে ফেলো। তারপর ওকে এমন শেকলে গেঁথে দাও, যার পরিমাপ হবে সত্তর হাত।'"[৪]

খাবারটাও জাহান্নামিরা উপভোগ করে খেতে পারবে না। গলায় গিয়ে আটকে যাবে। আগুনের ঘর, আগুনের বেড়ি হবে তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۝١٢ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا أَلِيْمًا ۝١٣

"নিশ্চয়ই আমার কাছে আছে কঠিন বেড়ি ও প্রজ্জ্বলিত আগুন। শ্বাসরোধকারী খাবার এবং যন্ত্রণাময় শাস্তি।"[৫]

জাহান্নামিদের শেকলের ধরন

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা তিন ধরনের শেকলের কথা উল্লেখ করেছেন—

এক. 'আগলাল' (اَلْأَغْلَالُ)—যেটাকে সাধারণত আমরা বেড়ি বলে থাকি। এটি গলায় পরানো হবে।

---

[৩] সূরা গাফির, ৪০ : ৭১-৭২।

[৪] সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ৩০-৩২।

[৫] সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩ : ১২-১৩।

দুই. 'আনকাল' (اَلْأَنْكَالُ)—এই শেকল দিয়ে উভয় হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেওয়া হবে।

তিন. 'সালাসিল' (اَلسَّلَاسِلُ)—এই শেকল দিয়ে জাহান্নামিদের বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

এবার আমরা এই তিন ধরনের শেকল সম্পর্কে সালাফে সালিহীনের মন্তব্য শুনব। হাসান ইবনু সালিহ ﵀ বলেছেন, 'আগলাল হলো এমন বেড়ি, যা দিয়ে এক হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেওয়া হয়।'

জাহান্নামিদের ভিন্ন আরেকটি পদ্ধতিতে বাঁধা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ ۝

"এবং সেদিন তুমি অপরাধীদের দেখবে শেকলে কষে বাঁধা অবস্থায়।"[৬]

এই আয়াতের মধ্যে বাঁধার জন্য আল্লাহ তাআলা আরেকটি শব্দ ব্যবহার করেছেন; 'আসফাদ' (اَلْأَصْفَاد)। হাসান ইবনু সালিহ ও সুদ্দি ﵀ বলেছেন, 'আসফাদ হলো সেই শেকল, যা দিয়ে উভয় হাত ঘাড়ের সাথে কষে বেঁধে দেওয়া হয়।'[৭]

'আগলাল' সম্পর্কে কিছু কথা

জাহান্নামিদের 'আগলাল' কী কারণে পরানো হবে? এ সম্পর্কে হাসান বাস্‌রি ﵀ বলেছেন, 'বেড়ি জাহান্নামিদের গলায় এ কারণে পরানো হবে না যে, তারা আল্লাহকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাবে। বরং জাহান্নামের আগুন যখন তীব্রভাবে জ্বলতে শুরু করবে, তখন তাদেরকে সেখানে স্থির রাখার জন্য শক্ত করে গলায় বেড়ি পরানো হবে।' এই কথা বলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান।[৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাহান্নামের আলোচনা করতে গিয়ে হাসান বাস্‌রি ﵀ বলেছেন, 'জাহান্নামের বেড়ি যেমন তেমন বেড়ি নয়। যদি একটি বেড়িকেও কোনো পাহাড়ে রাখা হয়, তাহলে তা গলে কালো পানিতে পরিণত হবে। আর এর এক হাত শেকলের ভার একটা গোটা পাহাড়কে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে।'

---

[৬] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪৯।

[৭] ইবনু আবিদ দুন্‌ইয়া, সিফাতুন নার, ৫১।

[৮] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ৩৪১৭৫।

অষ্টম অধ্যায়

অনুসারীদের নিয়ে জাহান্নামের পথে

জাহান্নামের পাথর

জাহান্নামের জ্বালানি হবে পাথর ও মানুষ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا قُوْٓا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"হে মুমিনরা, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদের রক্ষা করো সেই আগুন থেকে, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।"[১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

"তারপরও যদি তোমরা এ কাজ করতে না পারো—আর এটা তো নিশ্চিত যে, তোমরা তা কখনো পারবে না—তবে ভয় করো সেই আগুনকে, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। তা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"[২]

---

[১] সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৬।

[২] সূরা বাকারা, ২ : ২৪।

জাহান্নামের পাথরের আকৃতি

জাহান্নামের জ্বালানি হবে পাথর, তা তো সুস্পষ্ট! কিন্তু সেই পাথরের আকৃতি কেমন হবে, তা নিয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে রয়েছে মতানৈক্য। রবী' ইবনু আনাস ﵁ বলেছেন, 'জাহান্নামের পাথর হবে সেই মূর্তিগুলো, আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে যেগুলোর পূজা করা হতো। দলীল হলো আল্লাহ তাআলার এই বাণী,

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ ۝٩٨ لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ أٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ؕ

"(হে মুশরিকরা,) নিশ্চিত জেনে রেখো—তোমরা এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদাত করো, সকলেই জাহান্নামের জ্বালানি হবে। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে। এই মূর্তিরা যদি আসলেই ইলাহ হতো, তবে জাহান্নামে যেত না।"[৩]

ইবনু আবী হাতিম ﵀ বর্ণনা করেন, নবি ﷺ এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন,

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١

"যখন সূর্যকে ভাঁজ করা হবে।"[৪]

আর এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন,

وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝٢

"এবং যখন নক্ষত্ররাজি খসে খসে পড়বে।"[৫]

"নক্ষত্ররাজি খসে খসে জাহান্নামে পড়বে। আসলে যার-ই ইবাদাত করা হবে, সবাই জাহান্নামে যাবে। তবে ঈসা ﵇ এবং তাঁর মা এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তবে তারা যদি এতে সন্তুষ্ট থাকতেন, তাহলে তারাও জাহান্নামে প্রবেশ করতেন।"[৬]

---

[৩] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৯৮-৯৯।
[৪] সূরা তাকবীর, ৮১ : ১।
[৫] সূরা তাকবীর, ৮১ : ২।
[৬] ইবনু আবী হাতিম, তাফসীর, ১৯১৫৯।

একাদশ অধ্যায়

জাহান্নামিদের কথোপকথন এবং জাহান্নামের কর্মী-বৃত্তান্ত

জাহান্নাম থেকে মুক্তির আবদার

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُوْنَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٨﴾

"তারা বলবে, 'হে আমাদের রব, আমাদের ওপর দুর্ভাগ্য ছেয়ে গিয়েছিল এবং আমরা ছিলাম বিপথগামী। হে আমাদের রব, এখান থেকে আমাদের বের করে দিন। অতঃপর আমরা যদি আবার সেই কাজই করি, তবে অবশ্যই আমরা জালিম হব।' আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা এর মধ্যেই হীন অবস্থায় পড়ে থাকো! আর আমার সাথে কোনো কথা বলবে না!'"[১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مَّاكِثُوْنَ ﴿٧٧﴾

"তারা ডাকবে, 'হে মালিক, আপনার রব(কে বলুন তিনি) যেন আমাদের

[১] সূরা মুমিনূন, ২৩ : ১০৬-১০৮।

চিরতরে শেষ করে দেন!' তিনি বলবেন, 'তোমাদের (এভাবেই) থাকতে হবে।'"[২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوْٓا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ قَالُوْا بَلٰى ۚ قَالُوْا فَادْعُوْا ۗ وَمَا دُعَآءُ الْكَافِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلَالٍ ﴿٥٠﴾

"যারা জাহান্নামের ভেতর থাকবে, তারা জাহান্নামের প্রহরীদের বলবে 'আপনাদের রবকে একটু অনুরোধ করুন, যাতে তিনি আমাদের শাস্তি এক দিনের হলেও কমিয়ে দেন!' তারা বলবে, 'তোমাদের রাসূলগণ কি অকাট্য সব প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে যাননি?' তারা বলবে, 'অবশ্যই!' তারা বলবে, 'তা হলে তোমরা (এতদিন যাদের ডেকেছিলে, তাদের) ডাকো!' যারা আল্লাহর পয়গাম প্রত্যাখ্যান করে, তাদের ডাক ব্যর্থ হতে বাধ্য।"[৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ۖ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٣٧﴾

"তারা সেখানে চিৎকার করে করে বলবে, 'হে আমাদের রব, আমাদের এখান থেকে বের করে দিন। আমরা আগে যা করতাম, তার পরিবর্তে আমরা নেক আমল করব'। (উত্তরে তাদেরকে বলা হবে,) 'আমি কি তোমাদের এতটুকু আয়ু দান করিনি, যে সময়ে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং এখন মজা ভোগ করো, জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।'"[৪]

[২] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৭৭।
[৩] সূরা গাফির, ৪০ : ৪৯-৫০।
[৪] সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩৭।

দ্বাদশ অধ্যায়

পুলসিরাত ও জাহান্নাম অতিক্রম

আবূ সাঈদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত একটি লম্বা হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন,

ثُمَّ يُضْرَبُ الجِسْرُ علٰى جَهَنَّمَ، وتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ، وَيَقُوْلُوْنَ: اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ، سَلِّمْ

"...তারপর জাহান্নামের ওপর পুল(সিরাত) স্থাপন করা হবে। সুপারিশ করার অনুমতিও দেওয়া হবে। সবাই বলতে থাকবে, 'হে আল্লাহ, নিরাপত্তা দিন! নিরাপত্তা দিন!"'

জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল, পুল(সিরাত) কী?'

তিনি উত্তর দিলেন,

دَحْضٌ مَّزِلَّةٌ، فِيْهِ خَطَاطِيْفُ وَكَلَالِيْبُ وَحَسَكٌ تَكُوْنُ بنَجْدٍ فِيْهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ، فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُوْنَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ، وَكَالْبَرْقِ، وَكَالرِّيْحِ، وَكَالطَّيْرِ، وَكَأَجَاوِيْدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُّسَلَّمٌ، ومَخْدُوْشٌ مُّرْسَلٌ، وّمَكْدُوْسٌ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ

"এটি এমন স্থান, যেখানে পা পিছলে যায়। যেখানে রয়েছে নানা প্রকারের লোহার শলাকা ও কাঁটা, যা দেখতে নাজদের সা'দান গাছের কাঁটার মতো। (এই পুল) মুমিনদের মধ্যে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ উত্তম ঘোড়ার গতিতে এবং কেউ উটের গতিতে অতিক্রম করবে।

কেউ নাজাত পাবে অক্ষত অবস্থায়, কেউ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে। আবার কাউকে কাঁটাবিদ্ধ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"'[১]

সহীহ বুখারি-এর বর্ণনায় আরেকটু বেশি এসেছে, 'একেবারে শেষে যে অতিক্রম করবে, সে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে পার হয়ে আসবে।'

সহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে, "পুলসিরাত হবে চুলের চেয়েও চিকন এবং তরবারির চেয়েও ধারালো।"

যাইদ ইবনু আসলাম ﵀ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, "মুমিনরা পুলসিরাত পার হবে নিজেদের আলোর মাধ্যমে পথ দেখে দেখে। কেউ পার হবে এক পলকের মধ্যেই।"

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত শাফাআতের একটি দীর্ঘ হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন,

فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْمُ فَيُؤْذَنُ لَهُ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُوْمَانِ جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِيْنًا وَّشِمَالًا فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ

"তখন সকলে মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে আসবে। তিনি দুআর জন্য দাঁড়াবেন এবং তাঁকে অনুমতি প্রদান করা হবে। আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক পুলসিরাতের দুই ধারে ডানে-বামে এসে দাঁড়াবে। আর তোমাদের প্রথম দলটি পুলসিরাত পার হয়ে যাবে বিদ্যুৎ গতিতে।"

আবূ হুরায়রা ﵁ বলেন, 'আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! বিদ্যুৎ গতিতে মানে কী?'

[১] বুখারি, ৭৪৩৯; মুসলিম, ১৮৩।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়

আল্লাহর প্রতি সুধারণা

আহমাদ ইবনু আবিল হাওয়ারি ﵀ বলেন, 'একবার আমি আবূ সুলাইমান ﵀-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন কাঁদছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কীসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে?" তিনি বললেন, "সেদিন আল্লাহ যদি আমার কাছে গুনাহের কৈফিয়ত চান, আমি তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইব। যদি (নেক কাজে) আমার কৃপণতার কৈফিয়ত চান, তবে আমি তাঁর কাছে অপরিসীম বদান্যতার আবদার করব। আর যদি তিনি আমাকে জাহান্নামে দেন, তাহলে সেখানকার অধিবাসীদের বলব, আমি তাঁকে ভালোবাসতাম।'"[১]

ইবনু আবিদ দুন্ইয়া ﵀ তাঁর *হুসনুয যান্নি বিল্লাহ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আলি ইবনু বাক্কার ﵀-কে আল্লাহর প্রতি সুধারণা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি জবাবে বললেন, '(এই বিশ্বাস রাখবে যে,) আল্লাহ তোমাকে পাপীদের সাথে এক জায়গায় রাখবেন না।'[২]

সালমান ইবনুল হাকাম ইবনি আওয়ানা ﵀ থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি আরাফার

---

[১] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ১০৭১।

[২] ইবনু আবিদ দুন্ইয়া, হুসনুয যন্নি বিল্লাহ, ১১।

ময়দানে দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, আমাদের অন্তরে আপনার তাওহীদ দান করার পর আর জাহান্নামের শাস্তি দেবেন না।' এরপর কাঁদলেন তিনি। তারপর বললেন, 'আপনার প্রতি আমি ধারণা করছি, দয়ার কারণে আপনি এমনটা করবেন না।' এরপর তিনি আবার কাঁদলেন। তারপর বললেন, 'আপনি যদি আমাদের গুনাহের কারণে তা করেন, তবে আমাদেরকে এমন জালিম সম্প্রদায়ের সাথে একত্রিত করবেন না, আপনার সন্তুষ্টির জন্য যাদের সাথে (দীর্ঘ সময়) আমরা শত্রুতা পোষণ করে এসেছি!'[৩]

হাকীম ইবনু জাবির ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইবরাহীম ﵇ দুআর মধ্যে বলতেন,

اَللّٰهُمَّ لَا تُشْرِكُ مَنْ كَانَ يُشْرِكُ بِكَ بِمَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِكَ

"হে আল্লাহ, যারা আপনার সাথে শিরক করে আর যারা করে না, তাদেরকে একসাথে যুক্ত করবেন না।'"[৪]

আবূ হাফস সাইরাফি ﵀ ইবনু আবিদ দুন্ইয়া ﵀-এর কাছে বর্ণনা করেন, উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ যখন এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন,

وَأَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ۚ

"তারা (কাফিররা) আল্লাহর নামে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে শপথ করে বলে, 'আল্লাহ কোনো মৃতকে পুনরায় জীবিত করবেন না।'"[৫]

তখন তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে শপথ করে বলছি—যারা মারা যায়, আল্লাহ তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে ওঠাবেন। সুতরাং আপনি আমাদের এই দুই দলকে একই স্থানে সমবেত করবেন না।' এরপর বর্ণনাকারী আবূ হাফস ﵀ প্রচণ্ড কাঁদেন।[৬]

আউন ইবনু আবদিল্লাহ ﵀ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করে আবার অকল্যাণের দিকেই ঠেলে দেবেন না, ইন শা আল্লাহ। কারণ তিনি বলেছেন,

[৩] ইবনু আবিদ দুন্ইয়া, হুসনুয যন্নি বিল্লাহ, ১২।
[৪] ইবনু আবিদ দুন্ইয়া, হুসনুয যন্নি বিল্লাহ, ১৪।
[৫] সূরা নাহ্ল, ১৬ : ৩৮।
[৬] ইবনু আবিদ দুন্ইয়া, হুসনুয যন্নি বিল্লাহ, ১৪।

وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا

"আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়। তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করেছেন।"[৭]

এমনিভাবে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেসব শপথকারীদের সাথে সমবেত করবেন না, যারা বলে,

وَأَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ

"তারা (কাফিররা) আল্লাহর নামে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে শপথ করে বলে, 'আল্লাহ কোনো মৃতকে পুনরায় জীবিত করবেন না।'"[৮]

কারণ আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে শপথ করে বলি—যারা মারা যায়, আল্লাহ তাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন।'[৯]

সর্বাধিক জাহান্নামির পরিসংখ্যান

জাহান্নামের প্রকৃত অধিবাসীরা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। তাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ

"ভয় করো সেই আগুনকে, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। তা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"[১০]

প্রকৃত জাহান্নামিরা সেখানে না বাঁচার মতো বাঁচবে, আর না একেবারে মরবে। গুনাহগার মুমিনদের তুলনায় তাদের সংখ্যাই বেশি হবে। আর গুনাহগার মুমিনরা নিজেদের অপরাধের সমপরিমাণ শাস্তিভোগের পর মুক্তি পাবে জাহান্নাম থেকে।

[৭] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১০৩।
[৮] সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৩৮।
[৯] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৪/২৬৩।
[১০] সূরা বাকারা, ২ : ২৪।